দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং শিফট চালুর প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ উচ্চ শিক্ষায় অধিকতর শিক্ষার্থীদের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি অচিরেই 'ইভিনিং শিফট' চালুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই বিতর্ক শুরু হয়েছে, শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত শিক্ষা পুনর্গঠন কর্মসূচী বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের মধ্যে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু একটিইঃ 'ইভিনিং শিফট' চালু হলে কি ভাল হবে ? তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন। কেউ বলেছেন, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্যে ইভিনিং শিফট চালু হওয়া দরকার। আবার অন্যরা মনে করেছেন, এই পদ্ধতি চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শৃঙ্খলাই ভেঙ্গে পড়তে পারে।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় 'ইভিনিং শিফট' চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ইভিনিং শিফট একটি ভাল প্রস্তাব বলে একাডেমিক পরিষদ মনে করে এবং বিভিন্ন বিভাগ ও ইনষ্টিটিউট থেকে অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রী প্রদান করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের ও ইনষ্টিটিউটের চেয়ারম্যানের নিকট এ বিষয়ে তাদের মতামত জানানোর জন্য বলা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান ও পরিচালকদের মতামত

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। 'ইভিনিং শিফটে'র প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ক্লাসের সময়সূচী হবে বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাত্র ১১টা পর্যন্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের কোন আবাসিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। লিখিত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে। শিফট পদ্ধতি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে। এক বছরকে ৩টি সেমিষ্টারে ভাগ করা হবে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষকের জবাবদিহিতা থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমেই 'ইভিনিং শিফট' পরিচালিত হবে। অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্সে ন্যূনতম ৩০ এবং উর্ধ্বে ৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। ইভিনিং শিফটের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের ২০ ভাগ পাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ১০ ভাগ মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির জন্য, বাকী ৭০ ভাগ ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা কর্মী বাহিনী, উপকরণ এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতায় খরচ হবে। প্রস্তাবে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। অবকাঠামোর উন্নয়ন ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাতে এককালীন তিনশ' কোটি টাকা এবং প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয় অন্যদিকে, বর্তমান অবকাঠামোগত শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগি দ্বিতীয় শিফট চালুর প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতী প্রস্তাবের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিগত ভিসি'র আমলেও ইভিনিং শিফ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরবর্তীতে ত আর বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমানে ব্যবসা প্রশাসন ইনষ্টিটিউট প্রোগ্রামে এমবিএ ডি দেয়া হচ্ছে, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগে মাষ্টার্স ডিগ্রী এবং বিজনেস ষ্টাডিজের অধী এ বছর চালু হয়েছে ইভিনিং শিফ এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রাম।

কলা অনুষদের একটি বিভাগে চেয়ারম্যান নাম না প্রকাশের শর্তে বলেছে এটি একটি অদ্ভুত ব্যবসা। আকাঙ্ক্ষিত এর অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষা পরিবেশ ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করে যাচ্ছি। সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপ আসাদুজ্জামান বলেন, অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। প্রত্যেকটি বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে। বিজনেস ষ্টাডিজ অনুষদের ডীন অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ বলেন, এই প্রক্রিয়াকে আমি সাধুবাদ জানাই। মেধাবীদের বঞ্চিত করা ঠিক না। বিকালের পর অধিকাংশ ক্লাস রুম খালি থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থে সরকারের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভরতা কমবে। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ নুরুন্নবী বলেন, অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী এখানে পড়ার সুযোগ না পেয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের একটি গতি হবে। অনেক শিক্ষকের বেতনে মেইনটেইন করা সম্ভব নয় বলে তারা পার্টটাইমসহ কনসালটেন্সিতে যুক্ত হচ্ছেন। এই শিফট চালু হলে তারা আর বাইরে যাবেন না। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরিফউল্লাহ্ ভুঁইয়া বলেন, এই পদ্ধতির সুফল-কুফল দু'টিই রয়েছে। একদিকে শিক্ষকরা অন্যভাবে যে টাকা উপার্জন করে সেটা অনেকটা বন্ধ হবে। এখানে বাড়তি টাকা পাবে। তবে পড়াশোনার মান কমে যেতে পারে। ইংরেজী বিভাগের একজন অধ্যাপক বলেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য এটির প্রয়োজন রয়েছে। আমি একজন প্রফেসর। সপ্তাহে আমার মাত্র দু'টি ক্লাস নিতে হয়। আমি সেখানে ক্লাস নিতে পারব। আমি বাড়তি টাকাও কামাতে পারবো। রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক বলেছেন, এই পদ্ধতি চালু হলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য থাকবে কিভাবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী বলেন, এটি নির্ভর করবে বিভাগের চাহিদার উপর। বিভাগগুলোর মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাদের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত হবে। যে স